অরুণ রায়চৌধুরী
প্রযোজিত
এ আর পি প্রোডাকসন্সের
দ্বিতীয় নিবেদন

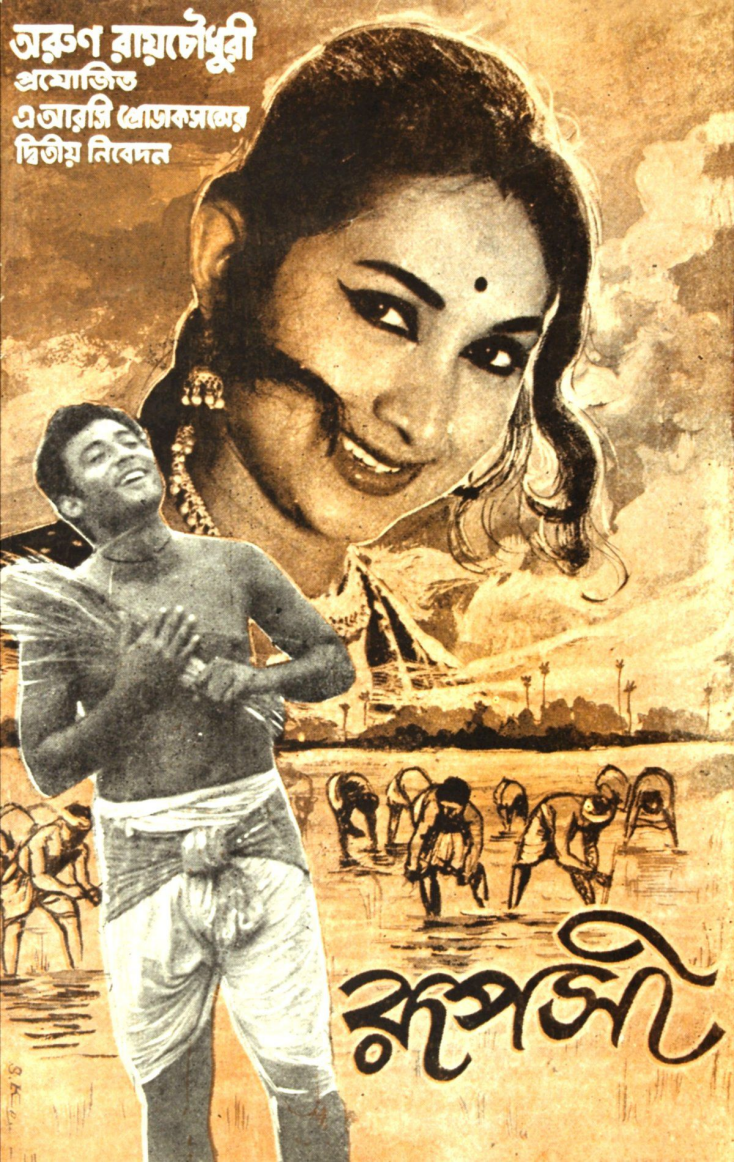

রূপসী

"নৃপেন্দ্র-অমিয়া" রায়চৌধুরী স্মরণে—

গুরু মহারাজ **শ্রীশ্রী মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী** আশীর্বাদ-ধন্য

এআরসি প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

রূপসী

প্রযোজনা : অরুণ রায়চৌধুরী

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অজিত গাঙ্গুলী

সঙ্গীত পরিচালনা : অনিল বাগ্‌চী।

গীত-রচনা গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। চিত্র-গ্রহণ পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত। চিত্র-গ্রহণ : সুখেন দাশগুপ্ত (পিন্টু)। সম্পাদনা : শিবসাধন ভট্টাচার্য্য। শব্দ-গ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তঃ-দৃশ্য), অবনী চট্টোপাধ্যায় (বহি-দৃশ্য)। সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ। শব্দ-পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়। শিল্প-নির্দেশনা : সুধীর খান। ব্যবস্থাপনা : শম্ভু মুখার্জি, প্রেমনাথ ব্যানার্জি। সংগঠনে : দেবকুমার রায়চৌধুরী, তৃপ্তিকুমার রায়চৌধুরী, অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। রসায়নাগারিক : ধীরেন দাসগুপ্ত। স্থির চিত্র : ফটো আর্টস (মধু ধর)। সহযোগী ব্যবস্থাপনায় : বরুণ সেন, বাবু দত্ত, জয়ন্ত দাস, কালিদাস রায়, অশোক রায়চৌধুরী। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর, হাসান জামান। দৃশ্যপট : জগবন্ধু সাউ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সুধীন দাশগুপ্ত। প্রচার-পরিচালনা : ধীরেন মল্লিক। কণ্ঠ-সঙ্গীত : মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অনুপ ঘোষাল, আরতি মুখোপাধ্যায়, অধীর বাগ্‌চী, সুবোধ রায়, আরতি বর্মন।

সহকারী

পরিচালনা : দ্বিজেন চৌধুরী, সন্দীপ চাটার্জি, বরেন চাটার্জি। সঙ্গীত : শৈলেশ রায়। চিত্রশিল্পী : শঙ্কর গুহ। সম্পাদনা : অময় লাহা। শিল্প-নির্দেশনা : অনিল পাইন। রূপ-সজ্জা : বিলু বাণা। সাজসজ্জা : কানাই, বিষ্টু।

চরিত্র-চিত্রণে

সন্ধ্যা রায় ॥ কালী ব্যানার্জী ॥ সমিত ভঞ্জ

তপেন চ্যাটার্জি, রবি ঘোষ, জহর রায়, বঙ্কিম ঘোষ, অনুভা গুপ্তা (ঘোষ), সুতপা চক্রবর্ত্তী, সুলতা চৌধুরী, জুঁই ব্যানার্জি, মিতালী রায়, মিতা মুখার্জী, চিন্ময় রায়, অরুণ চৌধুরী, ফকির কুমার (এ্যাঃ), শ্যামল ঘোষ, সমর নাগ, সৈকত মুখার্জি, নির্মল চক্রবর্ত্তী (এ্যাঃ), মাষ্টার টিটু। মায়া বোস, জ্যোৎস্না কুণ্ডু, চুমকী, অর্চনা ঘটক, লক্ষ্মী অধিকারী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, অনিল পাল, বঙ্কিম চৌধুরী, শঙ্কর ব্যানার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, সুশীল দাস, দেবীদাস ঘটক (এ্যাঃ), অধীর পৈঁত, মণি শ্রীমানী, শম্ভু বাউল, তুলসী, মণিকা ঘোষ, শিখা সরকার, ও আরো অনেকে।

এস, এস, সি, এস (এন, টি নং ২) ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত।

বঙ্গ পরিবেশনা : এন-এ ফিল্মস।

কাহিনী

(কাহিনীর চুম্বক)

একক‌ড়ি ঠাকুর্দ্দা গ্রামের মাতব্বর। ঐ বৃদ্ধকে গ্রামের সব্বাই ডাকে ঠাকুর্দ্দা বলে। সংসারে শুধু তিন নাতি আর দুই নাত্‌-বৌ। সাজান সংসার। ঠাকুর্দ্দা বলে—"ই আমার শুধু সংসার লয়—ই আমার মন্দির!

যৌবনের বিভীষিকাময় সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কথা মনে করেই ঠাকুর্দ্দা আগলে রাখে তার সংসারকে।

দুঃখু শুধু ছোট নাতি বলরামের জন্যে। সে মাঠে যায় না—চাষ করে না—হাল ধরলে তার নাকি গলা নষ্ট হয়ে যাবে। সে শুধু গান বাঁধে আর কবি-আসরে লড়াই করে মেডেল জেতে। খুব নাম ডাক—তাই ঠাকুর্দ্দার আফশোষ—"হতভাগা ধান ফলিয়ে যদি অমুন ম্যাডেল পেত!"

নবীন মাহাতোর মেয়ে **রূপসী**। মাকে হারিয়ে বাপের নয়নের মণি। চাষী ঘরের আলো। এমন রূপ সে পেল কেমন করে? তাই বাপ তার স্বাধীনতায় বাধা দেয় না। ইচ্ছেমত সাজগোজ করে রূপসী। গ্রামে কথা হয় তাকে নিয়ে, কিন্তু তার বাপকে কেউ বলতে সাহস পায় না কারণ জোতদারের কাছে সকলেরই টিকি বাঁধা। ধার কর্জ্জ দিয়ে সকলের মুখ বন্ধ করে রেখেছে নবীন মাহাতো।

সেই রূপসীকে দু'চোখে দেখতে পারে না ঠাকুর্দ্দা। গ্রামে তার নামে নিত্য নালিশ শুনে শুনে আর তার আচার ব্যবহারের পরিচয় পেয়ে চটে খুন ঠাকুর্দ্দা। বলে—"একটো অলক্ষী। আচার নাই বিচার নাই···চাষী ঘরের পাপ!"

কিন্তু দৈব-দুর্বিপাকে একটি অদ্ভুত পরিবেশে ছোট নাতি বলরাম আর ঐ রূপসীর মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেল। সংসারের সবাই প্রমাদ গোণে। "ঠাকুর্দ্দা শুনলে যে অনর্থ ঘটবে!"

একদিন ঠাকুর্দ্দা ওদের কথা শুনলো। সঙ্গে সঙ্গে কঠোর হল—কঠিন হয়ে হুকুমকরল ছোট নাতিকে—"খবরদার, উ মেইয়ে রঙ্গিনীর স্বভাব পেচে···· ওর সঙ্গে মিশলে ঘরে দোরে আমি আগুন লাগাব!"

তারপর···??

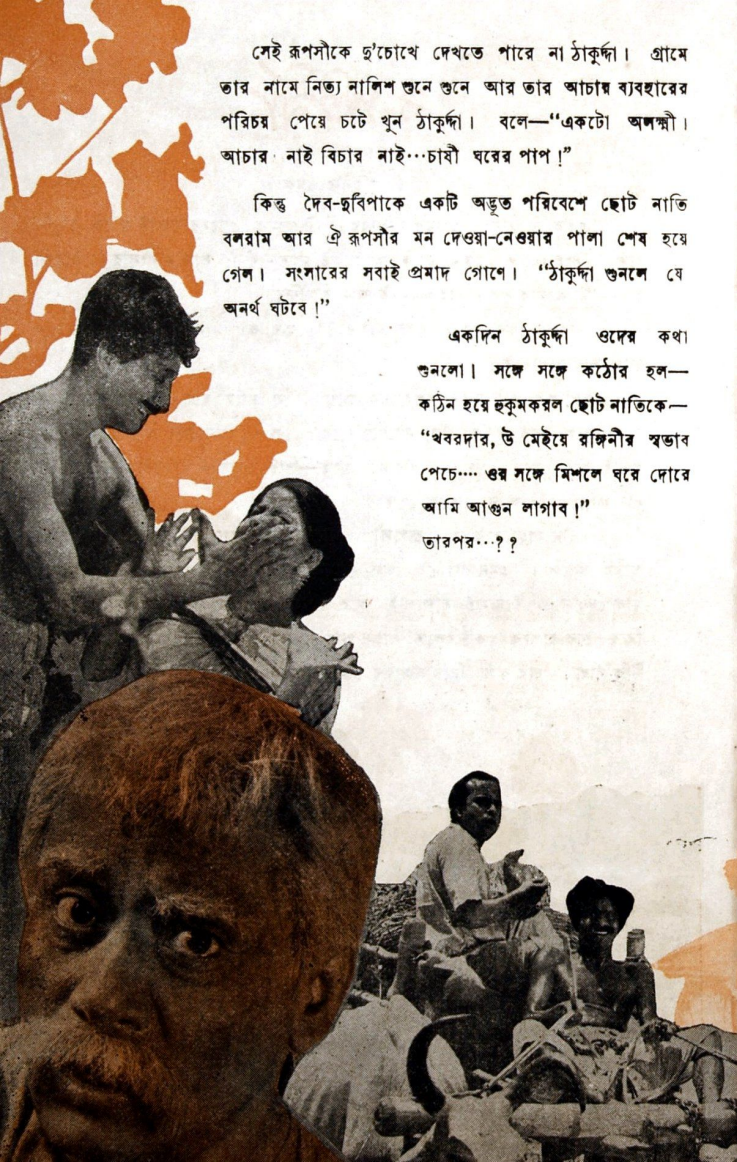

সঙ্গীত

(১)

প্রাণ বন্ধুরে—
ধন্যি হইল চক্ষু দুটি
তোমার লীলা দেখে
কি খেলা খেলিছ প্রভু
সবার আড়াল থেকে,
(যায়) পশ্চিমেতে চন্দ্র ডুবে
সোনার সুরজ ওঠে পুবে
আহা, জুড়াও পরাণ ভালবাসার
আলোয় ভরে রেখে।
তোমার কৃপায় সোনার ফসল
ফলে মাটির বুকে
দুঃখের আঁধার মুছে এ প্রাণ
ভরাও আলোর সুখে
(মোরা) অসহায় এই জগৎবাসী
তোমায় দয়ায় কাঁদি হাসি
আহা, জনম ভরে তোমায় প্রভু
যাই যেন গো ডেকে॥

(২)

বলরাম :
আমায় সবাই সেরা বলে তুমি সেরা তারও চেয়ে
ধন্যি আমি তোমার সাথে লড়ার সুযোগ পেয়ে
তুমি হলে জ্ঞানী গুণী সেরা গায়েন দেশে
আমি কভু হার মানিনে গাইতে কোথাও এসে
হারবো না গো তোমার কাচে এই করেচি পণ
শোন তুমি বিষ্টু গায়েন শোন সর্ব্বজন।

বিষ্টু গায়েন :
হায় কি ঝকমারী লাজে মরি তরজা গাইতে এসে
হাংলা কুকুর হয়ে ব্যাটা কাছে বসলো ঘেঁসে,
ঐ নোংরা কুকুর ফুকুর-ফাকুর চামড়া শুধু খায়
আমড়া মুখো দামড়া কিনা কবির লড়াই গায়
ও ব্যাটা বড়ই ল্যাঠা জন্মে জ্যাঠা
ওর মাথায় ঢালো ঘোল
ও ঢুলী ভায়া মিষ্টি করে বাজাও তুমি ঢোল
কিছু ছাকা ছাকা বোল গো
ধিনি তাক্ ধিনি তাক্ ধিনি তাক্ তা কুরর ধা—

বলরাম :
আমি না হয় উইয়ের ঢিপি তুমি হিমালয়
তবু আমি তোমার কাচে হারার পাত্র নয়।

বিষ্টু গায়েন : বটে,—
মানুষ হয়েও দেকচি আমি বুদ্ধিতে ও পাঁঠা
বেশতো তবে বলুক দেকি কেমন বুকের পাটা।
বল কে দেকেচে আমাবস্তে পুন্নিমে এক সাথে
ঐ মুরোদটা যে পড়বে ধরা এবার হাতে নাতে।

বলরাম :
"বাবু মশায়রা বিষ্টু গায়েন নিজেকে
খুব ঝানু ভাবছে গো ॥"
ঐ বিষ্টু গায়েন নিজেকে হায় ভেবেছে খুব ঝানু
ঐ রাধা হল' পুন্নিমে আর অমাবস্তে কানু
ঐ রাই কিশোরী হল গিয়ে পুন্নিমেরই আলো
আর আমাবস্তের মতন শ্যামের দেহের বরণ কালো
আরে তাইতো—
ঐ পুন্নিমে আর আমাবস্তে একই সাথে হল' ॥

(৩)

খেলি যে লুকোচুরি
কে আমায় বাঁধে ছুটে পালাই
ধরা দিতে জানিনা শেকল মানিনা
পাখী হয়ে আকাশে উড়ি
ছল ছল কলকল আমি যেন ঝর্‌না
আমি যে রূপসী ওরে রূপোলী বর্‌না
কে আছিস আয় দেখি আমাকে ধরনা
আমি এক ভোমরা জানো নাকি তোমরা
ফুলেদের পাড়াতে ঘুরি
মেঘ হাওয়া নদী তোরা আমাকে যে ভুলালি
এ চোখে স্বপনের কাজল বুলালি
ও মাটি আমি তোর আদরের দুলালি
পথ আমার ঠিকানা
ঝড় আমার নিশানা
আমি যে মেঘে বিজুরী ॥

(৪)

বলরাম : ওরে ও ধানি লঙ্কা
দেখি কতটা তোর ঝাঁঝ
দেখিনা তুই ঝাঁঝের বড়াই করিস কত আজ
আমি হলাম অসগোল্লা
আমার সাথে দিবি পাল্লা
তুই নাক কেটেচিস কান কেটেচিস নেই দেকি তোর লাজ
অসগোল্লা পেলে তোকে
কে আর বল তুলবে মুখে
যা যা যারে তুই বাপের বাড়ী যা
ওরে ও ধানি লঙ্কা মিলবে ভাগ্যে লবডঙ্কা
বাপসাহাগী হয়ে আচিস বাপের বাড়াই থাক
ঝাঁঝের বড়াই করিসনে আর বাজিয়ে জয়ঢাক

(৫)

রূপসী :
নম নম সব্বজন গেরামবাসী সবে
বলরাম দাসের সনে কবির লড়াই হবে
বন্দি তব চরণ আমি দীননাথ হরি
শক্তি মোরে দাও হে তুমি চরণ তোমার ধরি

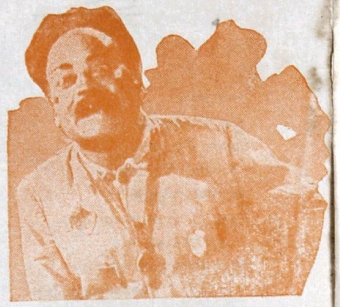

অসগোল্লার মিঠে রসের তুলনা যে নাই
পিঁপড়ে হয়ে সব্বজনে চাটল বসে তাই
এবার পোশ্ন করি বলুক দেকি,
তাতে বলতে কিসের মানা
কোন বলদের দুধে হল' ওর অসগোল্লার ছানা
আমায় বলল ধানিলঙ্কা গব্ব আমার তাতে
আমি থাকি গরীব যত গেরাম বাসীর পাতে
পান্তা ভাত আর মুড়ির সনে একটো ধানিলঙ্কা
খেতে কেমন বলুক না ঐ খুড়ো মোদের বঙ্কা
ধানি লঙ্কার ঝাঁঝের বহর দেকচ কেমন কড়া
ওর চোকে আমায় দাওনা ডলে বেঁকবে যে শির দাঁড়া
বলি ও গায়েন জবাবটো দাও
ক্যাচন চুপটি করে আচো
আমার ছেড়ে না হয় তুমি পালিয়ে এবার বাঁচো

(৬)

কণ্যেরে—
ও চোখে তোর কি হেরিলাম
কাজল পরা ও চোখে তোর যাদু আছেরে।
আমি হাসি মুখে হার মেনেছি তোর কাছেরে ॥
তোর নজর সে এককাল-কেউটে বিষম সব্বনাশী
তাকে বশ করতে পারলো নারে মন-সাপুড়ের বাঁশী
তোর দেমাক কণ্যে ঝিলিক মারে
জল চুড়ীর ঐ কাঁচেরে
(তোর) ও চোখে যার চোখ পড়েছে
তার কি পরাণ বাঁচেরে ॥

(৭)

কোকিলারে—
ও তুই অমন করে ডাকিস নারে
ও ডাক শুনে হায়
আমার মনের আগুন দ্বিগুণ বাড়ে।
তুই ডাকিস না লো অমন করে
গঞ্জনা তোর সয়না ওরে
মন যে করে কেমন কেমন
জানেনা সে এ পোড়া মন
দিয়েছি যে কারে—
হায় মন নিয়ে আমি কি যে করি
দোহাইরে তোর পায়ে ধরি
ভালোবাসার পরশ পেলাম
সেই পরশে সব হারালাম
বলে আয় তুই তারে ॥

(৮)

পীরিতি রসের খেলা
খেলতে পারে কয়জনা
যে খেলেছে সেই মজেছে
আর মজেছে রসনা।
অনুরাগের ফুল বাগানে
ফুল হয়ে যে ফুটতে জানে
সাধের মধু সেই পেয়েছে
গরলে মন মজে না।
অভিসারের ডুব সাঁতারে
ডুব দিয়ে যে ভাসতে পারে
সেই, মনের কাছে পাবি রে ভাই
ভালবাসার ঠিকনা।

কথা : সুনীলবরণ

(৯)

রূপসী :
ও সূয্যি আলো দে
ও মেঘ জল দে
ও বিধি প্রাণে তুই বল দে।
শক্ত হাতে ধর তুমি তিন পুরুষের হাল
আজ না হলেও কাল যে তোমার ফিরবেরে কপাল
বলরাম :
ওরে মা-মাটিকে সেবা দিলাম মা-জননী মাটি
লাঙ্গল দি ভাই মাটির বুকে ফলবে সোনা খাঁটি
রূপসী : মেঘ এসেছে
মেঘ এসেছে আকাশে আয় বৃষ্টি আয়
যেন তোর পরশে মাটির বুকে সোনা ফলে যায়।
সকলে : আয় বৃষ্টি আয় আয় আয় বৃষ্টি আয় ॥
বলরাম : কণ্যেরে তুই শোনরে
আমি চাষে দিলাম মনরে
তাই বুনি এ বীজ ধান
রূপসী : বাঁচবে তুমি বাঁচব আমি
বাঁচবে সবার প্রাণ
বলরাম :
আরে রোদের সোনা মেখে ধান উঠেছে পেকে
অঘন মাসের ধান এ যে লক্ষ্মী মায়ের দান
মাধাই : ধান কাটি ধান কাটিরে মা-জননী মাটিরে
সকলে : অঘন মাসের ধান এ যে লক্ষ্মী মায়ের দান ॥

অরুণ রায়চৌধুরী

প্রযোজিত

এআরসি প্রোডাকসন্সের

৩য়

নিবেদন

উত্তম কুমার

অভিনীত

রাতের রজনীগন্ধা

নায়িকা চরিত্রে ?

বম্বের বিখ্যাত চিত্র তারকা

কাহিনী • ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত

চিত্রনাট্য • পরিচালনা

অজিত গাঙ্গুলী

একমাত্র পরিবেশক

এন্-এ ফিল্মস্

এন - এ, ফিল্মস্-এর প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুশীলন প্রেস, ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।